

## মিরাজউদ্দোলা মিকান্দার আবু তাকর

আলিবর্দি (মির্জা মুহম্মদ আলিবর্দি খাঁ)

জন্ম: ১৬৭৬ খ্রীঃ - ১৭৫৬

বাবা আবু নেকীয়া ও মাতা কী ছিলেন

জাফানবান (১৭৪০ - ১৭৫৬) ১৬ বছর

আলিবর্দির তখনো সন্তানের সাথে তার ডাঠ হাজি মুহম্মদের  
তপ্পের বিষয় দেন।

তখনো - এসেছি বেগম (মেহেরুননেসা), জাহ বেগম, আমিনা বেগম

সুজাউদ্দিন > সরফাজ খাঁ > আলিবর্দি খাঁ > মিরাজউদ্দোলা

মিরাজাকর (মিরাজাকর আলি খান)

বিজ্ঞানসম্মততার প্রতিপক্ষ

তার মের্যম বুদ্ধি ও বোঝার মূলে ছিলো ক্ষমতালিপ্সা

সাম্রাজ্যিক যুদ্ধে নবাবের পতনের পর ক্লাইভের সান্নিধ্য বনে

সংগঠিত হয় মিরাজাকর

দ্রুত নাম: জাহাঙ্গীর (আলিবর্দি খাঁ এর বৈশিষ্ট্য ডাক্তার)

মৃত্যু: কুর্করোগে আক্রান্ত হয়ে ১৭৬৬ সালে মারা যান

ক্লাইভ (রবার্ট ক্লাইভ)

১৭ বছর বয়সে ইংল্যান্ড থেকে ভারতবর্ষে আসে

সাম্রাজ্যিক যুদ্ধে ক্লাইভের নেতৃত্বে

বোম্বাই দখল করে ওরিয়েন্টাল কোম্পানি পদবি ও

সাদাসের ডেসিগ্ন গভর্নর পদ পান।

উল্লেখ্য : জিহ্ম সঙ্ঘাতায়ের লোক ছিলেন।

প্রথমে তিনি গোমস্তার কাজ করতেন। পরবর্তীতে দান্যালি  
কাজ করে উচ্চপদস্থ হন এবং রাজনীতিতে প্রবেশ করেন।  
তিনি ইংরেজ ও নবাব; ২০ লক্ষের সাথে বৃতর্জার সাথে গুচ্ছর্দক  
যজায় রাখতেন।

ক্লাইভের সড়যন্ত্রের জিকার হয়ে ঐক্যের ক্ষোভে পাতাল হন এবং  
অকাল মারা যান।

ওয়ার্ডেন (উইলিয়াম ওয়ার্ডেন)

ব্যক্তিগত বাজারের কৃষ্টি পরিচালনা ছিলেন তিনি।  
সকল প্রকার মিথ্যাবাদ, বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি জড়িত থাকতেন।  
বিভিন্ন সড়যন্ত্রের কারনে নবাব তাকে বন্দী ও জ্বলন্ত চাউ হওয়ার  
কথা জানালেও রাজতন্ত্রের পরামর্শ তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ওয়ার্ডেন (অ্যাডমিরাল চান্স ওয়ার্ডেন)

ইংরেজ সেনার নৌবাহিনীর প্রধান ছিলেন তিনি।  
ক্লাইভের সাথে যুক্ত হন ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে।  
উল্লেখ্য যে ফাঁকি দেওয়ার দলিলে ক্লাইভ ও মিরজাফর সহ  
করেন ও ওয়ার্ডেন করেননি তার মত নকল করা হয়ছিলো।  
পলাঞ্জির যুদ্ধের ২ মাস পর অসুস্থ হয়ে কলকাতায় মারা যান।  
ফেট জোন্স গোরখানে এর কবর।

হলওয়েল:

লন্ডনের গার্ডস হাঙ্গামাতাল থেকে ডাক্তারি পাঠ  
করে হলওয়েল কোর্ট চাকরি নিয়ে ভারতবর্ষে চলে আসেন।  
মার্কটের প্রথম অবস্থায় তার বেতন ছিলো ৫০ টাকা।



১ ১  
মিথ্যা বান নবাবকে বন্দীকৃত করা ছিলো তার উদ্দেশ্য।  
তাই (Glenn Hole Tragedy) নামক গল্প বানান তিনি।

### ৯মটি বেগম (মোহর নুমা)

নাওয়াজিউ মোহাম্মদ কাছিম ছিলেন তার স্ত্রী। তিনি দুজন  
ওয়ে-ব্রাথের অধিকারি ছিলেন বান কাছিমকার পরিচালনা  
করতেন (মোনাপতি বুলি খাঁ, বুলি খাঁ এর সাথে ৯মটি বেগমের  
আনৈতিক সম্পর্ক ছিলো বান নবাব বুলি খাঁ কে হত্যা করেন  
যা ৯মটি বেগম মনে মিতে পারে নি। তাই মিরাজকে তিনি  
প্রতিশোধ-পরায়েলোর চোখে দেখতেন।

পলাজির যুদ্ধের পর একে বুদ্ধিগদ্যও কীতলম্ব্যর সম্বন্ধে  
যেমন হত্যা করা হয়।

### ১০মটি বেগম (ডেক)

ডেক ছিলেন ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর।

পলাজির যুদ্ধের পর মিরাজের তার কোষাগার থেকে  
২লাখ ৮০ হাজার টাকা দেন।

### ১১মটি বেগম (মালিকান)

মালিকান কায়দু পরিবারের (বক্সা মোহর) জন্ম তার।  
তিনি সর্বদা ইংরেজদের সাথে মোতামোতা বন্ধা করে চলতেন।  
১৭৫৬ সালে নবাব কলকাতা দখল করে নাম করণ করেন  
আলি নগর ও গভর্নর হন মালিকান।

কলকাতার মোনাদানা লুণ্ঠ করায় তাকে কদী বয়া হলে  
১৭৫৬ সালের পরামর্শে সাড়ে ১০ লাখ জরিমানা করে ছেড়ে  
দেওয়া হয়।

জগৎকোঠ (খাত্তা চাঁদ)

মির্জাতের পতনে তারও ভূমিকা ছিলো।

জৈন সম্প্রদায়ের মানুষও দেখায় কবচাখী ছিলেন।

আমিনা বেগম

মির্জাজউল্লোহ মা; তারা তিন ভাই। একবার উল্লোহকে পোষ্যপুত্র হিসেবে নেন আমিনা বেগম, এখানে সে দ্বারা যাওয়া আমিনা বেগমের কোনো ক্ষানি ছিলো না, স্বামী ও পুত্রের সাথে তার জীবনও দুর্ভাগ্য হয়ে থাকতো।

অতঃপর তাকে হাত-পা বেঁধে নদীতে ফেলে হত্যা করা হয়।

মিরন

মিরজাফরের তিন পুত্রের মধ্যে বড় মিরন তার আদিকে মিরজা হামিদ (নবাবের ভাই)-কে হত্যা করা হয়। মির্জাতের স্ত্রী নুসুনুন্নাহাকে তিনি বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। অবশেষে বঙ্গভাগে অকালে দ্বারা মৃত এই কুৎসিত চরিত্র মিরন।

মিরমদান ও মোহনলাল:

নবাবের বেজিরডাঙ্গা স্ত্রীপতি ছিলো বিদ্বানঘাতক।

তার মধ্যে এই দুইজন ছিলেন বিদ্বান ও ঙ্গ।

মিরমদান আত্মনিহত হয় উকতে গুলি লেগে।

মোহনলালকে কলিকাতার আদালত হত্যা করা হয়।



## মোহান্মদি বেগ

শিলাভৈরব বাবা জয়নুজ্জিন অন্যতম মোহান্মদিকে নিজেৰ অন্ত্যন্তেৰ  
মতো লাভন কৰে। মাত্ৰ ২০.০০০ টকাৰ বিনিময়ে এই ন্যায়কো  
হত্যা কৰে। এফোৰ আবেক ধীৰতাৰে কৰা হয় মোহান্মদি বেগকো।

বাজুজল্লুব: কিষ্কিন্দুৰেৰ বৈদ্য ক্ষমদাৰেৰ লোক ছিলেন। প্ৰথমে তিনি  
বেগানিৰ কাজ কৰাওঁত। গৰে কুনি আঁ গৰ ধুৱাৰ গৰ নাওয়াজিমেৰ  
গেনাগতি হন বাজুজল্লুব। ফলে তেমেটি বেগমেৰ সাথে সম্মতা  
গাড়ে ৩৫৮ এবং ন্যাবেৰ গতনেৰ একক প্ৰকাৰ ষড়যন্ত্ৰ তিনি ছিলেন।

বায়ুচুলুঙ: কিশাৰেৰ ডেচুটি সৰ্জনৰ জাকীৰামেৰ ছেনে বায়ুচুলুঙ।  
নবাবেৰ সাথে বিবাহিতা আকাম্ৰ অব গদানুতি হয়। তাই  
গোপনে ষড়যন্ত্ৰ লিচ ছিলেন অন্যান্যদেৰ সাথে। লুচুলুঙেৰ জাতিমোজো  
দক্ষিণ কৰা হলেও ইংৰেজৰা তাকে বাঁধন ৩৩দিনে মে লিগু।

## লুচুলুমেমা:

শিলাভৈর বেগম লুচুলুমেমা, ১৭৪৬ সালে আদেৰ বিবাহ হয়।  
১৭৫৭ সালে গলাজীৰ যুদ্ধেৰ গৰ নবাবেৰ সাথে তিনি চলে গোল  
তাৰা ধৰা গৰে ও অল্লাদা কৰা হয়। তাই নবাবেৰ ধৃত্য তিনি  
দেখেনি। ১৭৭০ সালে তিনি সাদা যাত।

## বাইগুল জহান্না (নোহাযন মিহে)

তিনি ছিলেন সাহসী, বুদ্ধিমান ও দেকাপ্ৰেমিক। ক্লাইভেৰ নিৰ্দেশে  
গুলিবিদ্ধ হয়ে মৰা যাত। তিনি বিভিন্ন বেকাতক ধুপ্ত হ কৰাওঁত।  
কলকাতা আবুগমত হয় ডেকের চিঠি ছুড় মারার উপর (১৭৫৫)।

ସିରାଜପୁର

ପ୍ରଥମ ଅଂଶ

ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ

୧) ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟର ଅନ୍ୟକାଳ କହ?

ଉତ୍ତର: ୧୯୫୫ ଓ ୧୯୬୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

୨) ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟର ଆଗ କୋଣାଟି?

ଉତ୍ତର: ଫୋର୍ଟ ଫ୍ରେଜିୟନ୍ସ ଦୁର୍ଗ

୩) ଛିନ୍ନାସିନ୍ଧୁର ଗାମ କି କି?

ଉତ୍ତର: ବ୍ରାହ୍ମେଣ ଛୋଟେ, ଶ୍ରୀମାତା ଘାଟ, ଭାର୍ଗବ, ଅନନ୍ତସେନ, ଡେମିଟାନ୍ଦ,  
ଶିବନାଥ, ଶାନ୍ତିଚାନ୍ଦ, ସିରାଜ, ରାମଦୁର୍ଜ, ଶ୍ରୀମାତା

୪) କିମ୍ବା ଦୃଶ୍ୟ ଆକାଶ କହେ?

ଉତ୍ତର: ନବାବ ଘୋଷ

୫) ଦୃଶ୍ୟର ଉତ୍ତର କାଳର ଅବସ୍ଥା କୋଣାଟି?

ଉତ୍ତର: ଶୁଣିବେଳେ

୬) ବ୍ରାହ୍ମେଣ ଛୋଟେ କି ଦିନେ କାଳର ଚାଲୁଥିଲା?

ଉତ୍ତର: ଶୁଣିବେଳେ ଗୋଲଦାସ ଦିନେ

୭) କାଳର ଘାଟ କୋଣା ଡେଇଁ ଚାଲିଲା?

ଉତ୍ତର: ଶୁଣିବେଳେ

୮) "ଆମ ଆକାଶର ଅନ୍ଧାର" — କାଳ?

ଉତ୍ତର: ଶୁଣିବେଳେ



১) আমায় খুশি করে। আশী ব্রিটিশ বৈদ্য" পাঠ্যটি করে।  
উত্তর: ক্রান্তি ক্রান্তি।

২) অতীতের সাথে শ্রদ্ধা হবার জন্য আশা কি উত্তোলন  
করাচ্ছি?

উত্তর: বিশ্বাসের মর্যাদা।

৩) আশাধের প্রতিজ্ঞা কি?

উত্তর: জীবনের অর্থ

৪) কিভাবে সাদা প্রবল হয়ে উঠল?

উত্তর: জোলাজলিল।

৫) ক্রান্তি ক্রান্তি করে দিতে প্রতিজ্ঞা জেনেলে?

উত্তর: প্রবল বাঙালি জোলাজলিল দিতে।

৬) "খুশি করে করার আদেশ দিন, ক্রান্তি ক্রান্তি" - কথাটি  
কি বোঝায়?

উত্তর: জীবনের অর্থ।

৭) কাদের কাছে আত্মসমর্পণ করার কথা বলেছেন?

উত্তর: লাব জেনেলে।

৮) ক্রান্তি ক্রান্তি, "খুশি বৈদ্য" - কথাটিকে বোঝান?

উত্তর: জীবনের অর্থ।

১৭) উন্মাদিত অ্যাগ শ্রুতেন্দ্রের হয়ে যুদ্ধ করে বসেছেন?  
উত্তরঃ কোম্পানির তাঁকরা যেনো।

১৮) স্লোটে কাকে চর-চারণে অগিয়ে গেছেন?  
উত্তরঃ উন্মাদিত অ্যাগকে।

১৯) শ্রুতেন্দ্রের অধিনায়ক কে?  
উত্তরঃ অনায়েব পিটার্স।

২০) #-ক্যাথের স্লোটে, অধিনায়ক অনায়েব পিটার্সের অতন  
হয়েছে" — অবশিষ্ট কে দিলে?  
উত্তরঃ অ্যাগ।

২১) লবাব ঠেগে কি ছাড়ায়াণ করে দৃষ্টির দিকে অগিয়ে আসে  
উত্তরঃ পৌরস্ব অয়েল্টের ছাটেনি অক্ষত ছাটেনি।

২২) দৃষ্টির দিকে লবাব ঠেগে কি গিয়ে অগিয়েছে?  
উত্তরঃ অগী অগী কামান।

২৩) কে লবাব ছাটেনিতে অবর পাঠিয়েছে?  
উত্তরঃ টেমিট্টের শুভ্রচর।

২৪) কেরা অণ্ড কিতাবে চলে অয়েছে?  
উত্তরঃ লবাবের অদাতিক বাহিনী দমদমের অঙ্ক রাখা দিগে

চলে অয়েছে।



୨୫। କମଳା ବଗ୍ୟାସୋତ୍ତର କାଣ୍ଡେ ଲୁଚି ଆସିଲେ?

ଉତ୍ତର: ଗୋଲନ୍ଦାଏ ବାହାରି,

୨୬। ଗୋଲନ୍ଦାଏ ବାହାରି ବିଲୋବେ ଆସିଲେ?

ଉତ୍ତର: କିରାଣୀଦହେର କାମାଳି ଯାଏ କଳି ଦେବିରହେ

୨୭। କମଳା ଗୋବନ୍ଦ ବନ୍ଦେ ଆସିଲେ ଗୋଲେ?

ଉତ୍ତର: ବଗ୍ୟାସୋତ୍ତର କିରାଣୀ, ବାହାରିଲେର ହଠାତ୍ ଯାଏ  
କାଳିଂଶାଳା,

୨୮। କମଳା ଦିବେଲେ ଅର୍ପଣେ ଦିଆଣ ହୁଏ?

ଉତ୍ତର: ଯେ ଅଳେଖେଲେ,

୨୯। ଅଳେଖେଲେ କି କିଲେ?

ଉତ୍ତର: ଆର୍ଜଣା

୩୦। ଶୁଣି ଚାଲିଲେ ବିଲେଖ ହେବେ କି ଲା ହେବେ?

ଉତ୍ତର: ଅଳେଖେଲେ

୩୧। ଅଳେଖେଲେ କମଳା ଆସେ ଅରାଧନା ବନ୍ଦେ ଆହ୍ୱାନାର୍ପଣ କରା  
କଥା ବଳେ?

ଉତ୍ତର: ଶାନ୍ତେର ନାମେ ଦେବେର ଆସେ

୩୨। ଅବଶିଷ୍ଟ ଗୋଲନ୍ଦାଲି ଦିହେ କହନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କଳା ଆସେ?

ଉତ୍ତର: ଅଳେଖି ଅରାଧନା ହେବେ ଲା

৩৩। কাদের কাছে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে?

উত্তরঃ তাদের কাছে, খরাদিদের কাছে

৩৪। উলিচাঁদ প্রবেশ করতে করতে কি বলেছেন?

উত্তরঃ "অশ্রুতো, আর্জন হল শুয়ে",

৩৫। হাবাবের ভোগদ্রষ্টা কে?

উত্তরঃ রাজা মালিকচাঁদ

৩৬। হলশুয়েল উলিচাঁদকে কাকে এত লেখতে বলেছেন?

উত্তরঃ হাবাবের ভোগদ্রষ্টা রাজা মালিকচাঁদকে

৩৭। উলিচাঁদ কার ঋণ দেওয়াতে চায়?

উত্তরঃ গার্জের ড্রেকের

৩৮। আর্জন হলশুয়েলকে আর্জ কাদের পালাবার কথাটি বলেছেন?

উত্তরঃ ক্যাটেলা মোটেও গার্জের রাজার ড্রেকের

৩৯। উলিচাঁদ কাকে অব্যাহতি বনে আত্মীয়িত করেন?

উত্তরঃ গার্জের আসমাতালের মাঝে আর্জন দেয়া জেফারিয়া হলশুয়ে

৪০। উলিচাঁদ হলশুয়েলকে কি করতে বলেছেন?

উত্তরঃ দুর্জ প্রকারে আদা বিজ্ঞান প্রদিয়ে দিতে বলেছেন

৪১। শব্দ হল অচ ইত্যাদি কিতাবে পাওয়া?

উত্তরঃ গার্জের দিকের খবর থেকে



৪২) কে ছুটে গিয়ে গিফান টাঙ্কে দিল?

উত্তর: অর্জুন।

৪৩) গিফান টাঙ্কের সাথে সাথে কাদের প্রবেশ হল?

উত্তর: রাজা সানিকচাঁদ ও সিরসাদাঙ্গ।

৪৪) "এবারে অস্ত্র ত্যাগ কর" - কথাটি কে বলেছে?

উত্তর: সানিকচাঁদ।

৪৫) সানার ওপর হাত তুলতে কে বলেছে?

উত্তর: সিরসাদাঙ্গ।

৪৬) লবাব সিরসাদের সাথে কাদের প্রবেশ হল?

উত্তর: অর্জুন, ভেনাপতি রায়দুলভের।

৪৭) "কোম্মাগির ঘুমথোর অস্ত্রের সাতারিতি ভেনাপতি  
হয়ে বলেছে" - কথাটি কার?

উত্তর: লবাব সিরসাদের।

৪৮) লবাব সিরসাদ কিভাবে কৈয়ামত চাইল?

উত্তর: বাঙালার বুকে দাঁড়িয়ে বাঙালির ঈদ বিরুদ্ধে অস্ত্র  
বিস্তার অর্থাৎ অস্ত্র রেখে দেওয়া কেবল তাকে  
কৈয়ামত।

৪৯) ইংরেজি ভাষায় কোথায় চোখের অক্ষ তথ্য তথ্যদান করাইয়া?  
উত্তরঃ কমিউনিকেশন কুইজি,

৫০) কাল হুগো কমিউনিকেশন কুইজি জালিয়ে দেখা হয়েছে?  
উত্তরঃ হাবা অ্যারোজ,

৫১) কাদেরকে বিন্দ করা হয়েছে?

উত্তরঃ জ্যাক্স আর কলেক্টর,

৫২) বিন্দ জ্যাক্সকে কে জালিয়ে করতে বললেন এবং কাকে  
উত্তরঃ হাবা অ্যারোজ, রায়দুর্দেবে বললেন,

৫৩) ইংরেজদের বাঙলাদেশে বাধ্য করে রাখার অল্পমতি কে দিল?  
উত্তরঃ দিল্লির বাদশাহ হাবা অ্যারোজ,

৫৪) অ্যারোজ অতিমোজের জ্যাক্স আর কাকে দেখা করেছেন?  
উত্তরঃ কালেক্টর,

৫৫) কোথায় বসে এবং কোথায় জায়ে অজায়ে করেছেন?

উত্তরঃ চাড়ায়ে বসে, হাবার অ্যারোজ কালেক্টর আছেন,

৫৬) কাল বাদি কালান দিতে দিতে দিতে বলা হল?

উত্তরঃ জালিয়ে দেওয়া,

৫৭) কোথায় আছেন বীরে হোমো-করে বলা হল?

উত্তরঃ জোটে মিলিয়ে মিলিয়ে আছেন,



৫৮। আরও কলকাতার নাম কি দিয়েছিলেন?

উত্তরঃ আলিপুর।

৫৯। কাকে আলিপুরের দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়ে?

উত্তরঃ রাজা সানিকটাঁদকে।

৬০। কাকে প্রথম কোথায় ইংরেজদের প্রাতিষ্ঠিত তহবিল ব্যবস্থাপক করতে বলা হয়ে?

উত্তরঃ রাজা সানিকটাঁদকে, এবং তহবিলে

৬১। আলিপুরের অফিস খুলে কারা বহন করে?

উত্তরঃ কোম্পানির প্রতিনিধিরা ও ইংরেজরা।

৬২। দ্বিতীয় দৃশ্যঃ

১। দ্বিতীয় দৃশ্যের সময়কাল কত?

উত্তরঃ ১৭৫৫ খ্রিঃ, তখন ডুলাই

২। দ্বিতীয় দৃশ্যের স্থান কোথায়?

উত্তরঃ কলকাতার গোবিন্দী নদীতে বোর্ড টাইলিয়াস আশে

৩। কলকাতা স্থল থেকে আড়া থেকে রেল, কিলোমিট্রিক প্রায়  
তাদের দলবল কোথায় আসিয়া নিয়েছেন?

উত্তরঃ বোর্ড টাইলিয়াস আশে

৪। কিলোমিট্রিক কোথা থেকে নিয়েছেন?

৫। কিস্যাদ্রিক কখনে ঐশ্বর্য নিয়ে আসছেন?

উত্তরঃ ঈ-আদাই ঐশ্বর্য।

৬। "আশ্রম" কোনো মন্ডলে যোগ্য হবেন"-উক্তিটি কার?

উত্তরঃ প্রক-প্রক।

৭। অনেক শ্রুতেন্দ্র শাহিনা কি করতে আসছিলেন?

উত্তরঃ দাঁড়ি টাইর অন্তর্গত ছেঁড়া জাটের মেলিছিলেন।

৮। অনেক শাহিনা জাটের ছুরে দেওয়ায় অনেক কার প্রবেশ হল?

উত্তরঃ হ অনেক জোরা ঐশ্বর্যপ্রক।

৯। নবাবের কাছে কারা শ্রুতেন্দ্রের ব্যবহার কথাটি জিজ্ঞাসা?

উত্তরঃ মিরজাফর, অধ্যক্ষ জেটি প্রকু রাজবল্লাহ।

১০। কখন প্রকমেন্দ্র বিজয়ে চান্না নিয়েছেন?

উত্তরঃ স্যারোয়া আর মিরজাফর।

১১। ফোর্ট উইলিয়াম থেকে কলকাতা কত দূর?

উত্তরঃ চার্লিস শাহিনের দৈর্ঘ্যে।

১২। কলকাতার দেওয়ান শাহিনেরচাঁদকে কে হাত ধরেন?

উত্তরঃ চাঁদ।

১৩। কে প্রকমেন্দ্র হাতে এক টুকরো কাগজে দিল?

উত্তরঃ প্রকমেন্দ্র ঐশ্বর্য।



১৪] কার জ্যোৎস্না চাঁদ জ্বলছে?

উত্তরঃ পৌষ চাঁদ।

১৫] কলকাতায় কখন কখন মেলা বসে তাঁকে নাম রাখা দিয়েছে?

উত্তরঃ বারো আশ্বিন।

১৬] পৌষ চাঁদ পার্বত্য প্রদেশে কখন তাঁকে আঁকা করেছে?

উত্তরঃ পাঁচ আশ্বিন তাঁকে।

১৭] মার্কিন চাঁদের হুজুগ নামের মেলা কখন তাঁকে দাবি করেছে?

উত্তরঃ অশ্বিন-আশ্বিন।

১৮] কখন শুক্ল পক্ষের শুভকর্মে অর্ঘ্য করা হবে?

উত্তরঃ পূর্ণিমা, শুক্লপক্ষ, অশ্বিন-পূর্ণিমা।

১৯] কে শুভ শুভ নামে নামে রাখা চাঁদের সাথে আরো নাম?

উত্তরঃ শুক্লপক্ষ।

২০] শুভ কখন বাতি আনতে বলা হয়েছে?

উত্তরঃ অর্ধরাতি, অর্ধরাতি।

২১] কে বাতি রাখা হয়েছে?

উত্তরঃ অর্ধরাতি।

২২] শুভের দিকে শুভে কখন কখন কখন নামে রাখা হয়েছে?

উত্তরঃ পাঁচখানা।

উত্তরঃ

১। জীবের দুইটি অঙ্গ

ତୈସ: ୧୭୧୫ ଆଜ୍ଞା, ୧୦ଟି ଅକ୍ଟୋବର

২। তৃতীয় দৃষ্টান্ত অর্থাৎ মোকদ্দমা।

উত্তরঃ দ্ব্যেটি ফেজমেন বারি।

⇒ সৌভাগ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে অসম্ভব আর অসম্ভব অসম্ভব।

৩) আবার কো কো টপাখিত ছিলোনা?

ଉତ୍ତର: ସାଧବଲ୍ଲୀ, ଜଗନ୍ନାଥ, ବାମନ, ଦୁର୍ଗା, ସାମନ୍ତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ.

8। कि धर्मसम्मान चलाये?

ଉତ୍ତର: ଚୁଆଁକିତ ଯାଏନାମା ତାହୁଣେ ଏବଂ ତାହାକୁଟି

৭) সিন্ধু কবর আছে আবার প্রবেশ করল?

ଉତ୍ତର: ବିଚିତ୍ରବେଶୀ ଆଦିଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା

৫। সেমিট্রাংগের আয়তন আত্মীয় পরিভাষা।

ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନା ଦିନ

৭। কার আশ্রয় ছাড়াই হৃদয় বিচলিত হয়?

উত্তর: দ্বাভবজ্ঞাভেদ।

৬। টেনিস চ্যাম্পিয়ন আশে আসা সিনিয়রদের হাফ হাফ ক্রিকেট খেলা

ପ୍ରଶ୍ନ: ବାହ୍ୟକର୍ମ।

॥ विष्णुदेव वासुदेव ॥

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ତରାଣ।



১০। তুমি কিভাবে নাচ দেখাচ্ছেন?

উত্তর: একটি গান।

১১। নাচ কবে আরও বী প্রকাশ করল?

উত্তর: অর্ধ।

১২। রাইখুন্ডে আনত কবে দেখানোর কথা কে বলেছেন?

উত্তর: রাজবন্দী।

১৩। রাইখুন্ডের কল্যাণেই দেখানোর আশা রাখি কি করতে পারি?

উত্তর: চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান।

১৪। রাইখুন্ডে আরও আশা দিও কি করতে করতে হবে অর্ধ?

উত্তর: কল্যাণ।

১৫। কতকত দেখে কেছেন?

উত্তর: অর্ধ।

১৬। কতকত লোক আছে কর্তৃত্ব কবে হবে?

উত্তর: যেকোনো বেল।

১৭। কতকত লোক আছে আরও কবে কে কে করবে?

উত্তর: রাজবন্দী।

১৮। কবে আশ দিতে হবে?

উত্তর: হোমের-কুটির মাঝে।

১৯। হুইংগেইদের আরও লোক কবে বাই-আল কে বলেছেন?

উত্তর: অর্ধ।

২০। কবে আরও লোক আছে-কবে দিতে হবে?

উত্তর: রাজবন্দী।

୨୧) ସବୁକି ସେବାକାଳେ ଠେକେ ଏହି ସେବକାଳେ,  
ପ୍ରଶ୍ନ: ମିଶ୍ରାଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା,

୨୨) ଠେକେ କାନ୍ତବରତାଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାକେ ଦୃଢ଼ ଆନର୍ଥକ ଆଗାମ୍ଭା,  
ପ୍ରଶ୍ନ: ମିଶ୍ରାଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା,

୨୩) "ଆମାୟେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀମାତାଙ୍କେ ବାପ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ" - କାମ ଶ୍ରୀ  
ପ୍ରଶ୍ନ: ସବୁକି ସେବାକାଳେ,

୨୪) କାମ କାଳେ ପଞ୍ଚାତ ସେବାକାଳେ ଦାଦାମାତାଙ୍କେ ଚେତେ ବାପ,  
ପ୍ରଶ୍ନ: ଶ୍ରୀମାତାଙ୍କେ,

୨୫) ଶ୍ରୀମାତାଙ୍କେ ଦେଖା ଚାହିଁବା କାଳେ କାମ ଆନନ୍ଦ,  
ପ୍ରଶ୍ନ: ଦେଖା କାଳେ,

୨୬) କୋଥାୟ ଆନନ୍ଦ କାଳେ ଆମାୟେ ଆନନ୍ଦ ଶ୍ରୀମାତାଙ୍କେ ବାପ,  
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆନନ୍ଦ,

୨୭) ଆମାୟେ କୋଥାୟ ଆନନ୍ଦ କାଳେ ଦେଖା,  
ପ୍ରଶ୍ନ: କାଳେ ଦେଖା,

୨୮) ଆମାୟେ କାଳେ କାଳେ କି କୋଥାୟ କାଳେ,  
ପ୍ରଶ୍ନ: କାଳେ,

୨୯) କାମ ଆନନ୍ଦ କାଳେ କାଳେ ଆନନ୍ଦ,  
ପ୍ରଶ୍ନ: କୋଥାୟ କାଳେ,

୩୦) ଆମାୟେ କାଳେ କାଳେ କାଳେ ବାପ,  
ପ୍ରଶ୍ନ: କାଳେ କାଳେ, କାଳେ କାଳେ, କାଳେ କାଳେ,